মহেশপুরে রানার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ অসত্য; জুলাই আন্দোলনকারীদের চরিত্র হননের চেষ্টা

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক আহবায়ক একজন মসজিদের ইমাম ও সমাজসেবক, নাম হামিদুর রহমান রানা। ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার বলিভদ্রপুর গ্রামে বাড়ি। পরিবারে অর্থনৈতিক সংকট, মাথার গুজার ঠায় হিসেবে আছে শুধু একটি ভিটে বাড়ি। তবুও তাকে অপরাধী বানাতে চায় একটি বিশেষ মহল।

গত মাসের ২৯ জুলাই দুইকটি পত্রিকায় এই রানার বিরুদ্ধে পৌরসভায় চাাঁদাবাজি, এলাকায় দুর্নীতি ও সীমান্ত অপরাধের অভিযোগ তুলে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। অথচ এসব অভিযোগের পক্ষে কোনো তথ্য-প্রমাণ, স্বাক্ষ্য বা ভুক্তভোগীর কোন বক্তব্য তুলে ধরা হয়নি। প্রতিবেদনে এমন সব দাবি করা হয়েছে যা সরেজমিন অনুসন্ধানে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে।একটি বিশেষ মহল সারাদেশে জুলাই আন্দোলন ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের বিতর্কিত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এটা তারই ধারাবাহিকতা।

জানা গেছে, রানা প্রায় ১২ বছর ধরে মহেশপুর উপজেলার স্থানীয় রামচন্দ্রপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদে মাসিক কিছু টাকার বিনিময়ে ইমামতির দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর বাবা একজন দিনমজুর ও রাতের বেলা পুকুর পাহারার কাজ করেন। ভাইয়েরা কেউ রাজমিস্ত্রি, কেউ দর্জি কাজ করেন। সংসার চলে অভাব-অনটনের মধ্যেই।

বেশ কিছু দিন পূর্বে তিনি তার বাড়িতে পোষা গরু এবং ছাগল আর পূর্বের পুরাতন একটি মোটরসাইকেল বিক্রি করে কিছু টাকা খালিশপুর এক মোটরসাইকেল শোরুমে দিয়ে বাকিতে একটা মোটরসাইকেল কিনে। যা সেই শোরুম এখনো তার কাছে ৮২ হাজার টাকা পাবে। তার হাতে ভাঙা মোবাইল ফোন যার দাম হয়তো ১২/১৪ হাজার টাকা হবে।

এদিকে স্থানীয় বাসিন্দা হাশেম,শাকিল এরা বলেন, রানা খুবই ভালো ছেলে। মসজিদে নামাজ পড়ায়, এলাকায় কারও ক্ষতি করে না। ওর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে চরিত্রহননের চেষ্টা চলছে।

মসজিদের সভাপতি নজরুল ইসলাম ও সেক্রেটারি ইনতাজ আলী জানান, রানা অত্যন্ত ধর্মভীরু, সৎ ও সাদাসিধে জীবনযাপন করেন। তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তার পিতা দিনে পরের জমিতে কাজ করে আর রাতে পরের এক পুকুর পাহারা দেয়। তাদের ভিটে বাড়ি ছাড়া মাঠে কোন জমি নেই।

এবিষয়ে মহেশপুর উপজেলার বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক আহবায়ক হামিদুর রহমান রানা বলেন,আমাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হেয় করা হচ্ছে। কিছু প্রভাবশালী মহল আমার সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা মেনে নিতে পারছে না। আমি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছি।

এবিষয়ে মহেশপুর পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী সোহেল রানা বলেন, আমি কালের কণ্ঠে কোনো বক্তব্য দিইনি। তারা যা ছেপেছে, তা তাদের মনগড়া ও মিথ্যা বক্তব্য।
এদিকে সুশীল সমাজ বলছে,সংগঠনের রাজনীতিতে যুক্ত থাকলেই কেউ অপরাধী হয় না। সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া কাউকে এভাবে হেয় করা অনৈতিক ও সাংবাদিকতার নীতিমালার পরিপন্থী।

তারা আরও বলছেন কালের কণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি একটি অসহায়, ধর্মপ্রাণ, সাধারণ পরিবারের সন্তানের বিরুদ্ধে একপাক্ষিক, প্রমাণহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণা। রানার মতো একজন ইমামকে অপরাধী বানানোর চেষ্টা, শুধু ব্যক্তি নয়, সমাজ ও সাংবাদিকতা নীতির বিরুদ্ধেও এক ভয়াবহ আঘাত। এদিকে একটি মহলের ইশারায় জুলাই আন্দোলন ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের বিতর্কিত করার অপচেষ্টা চলছে, যা উদ্বেগজনক। আমরা এই ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা জানাই। এবিষয়ে প্রশাসনকে সঠিক ভাবে তদন্ত করার দাবি রাখেন রানা।

মেহেরপুরে ছাত্র আন্দোলনকারীর

ওপর হামলা, প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সহযোদ্ধা ইশতিয়াক আহমেদের উপর আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনীর পরিকল্পিত হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও পুলিশ সুপার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১২টার দিকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য সাহেব মাহমুদের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলাম, যুগ্ন আহবায়ক তামিম ইসলাম, সদস্য সিয়াম আহমেদ, ইশতিয়াক আহমেদ, জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য খন্দকার মুইজ প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন, সম্প্রতি মেহেরপুরে আওয়ামী সন্ত্রাসী ও নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা অভিযোগ করেন, দেশকে অস্থিতিশীল করতে এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে ছাত্রলীগ বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য ইসতিয়াক আহমেদের ওপর আওয়ামী সন্ত্রাসী ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে এবং আন্দোলনের অন্যান্য সদস্যদের নানা ধরনের হুমকি প্রদান করা হচ্ছে। নৈরাজ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে গাংনী উপজেলায় আওয়ামী লীগের লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দুর নেতৃত্বে তালসারি ইকো পার্কে গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে মুজিবনগরের আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা উপস্থিত ছিল। মেহেরপুর শহরজুড়ে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের দেওয়াল লিখন করা হয়েছে যা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে।

তারা বলেন, এই ঘটনাগুলো মেহেরপুরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছে এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের জন্য নিরাপত্তা হুমকি তৈরি করেছে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। তারা অভিযোগ করেন, এ বিষয়ে পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত দুঃখজনক। তারা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, আগামী ৭ দিনের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সন্তোষজনক পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে, পুলিশ সুপারের কার্যালয়

ঘেরাওসহ রাজপথে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হবে।

পরে পুলিশ সুপার মাকসুদা আখতার খানমের হাতে স্মারকলিপি প্রদান করে জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যরা।

মেহেরপুরে আন্দোলনকারীদের বিক্ষোভ মিছিল, সাংবাদিক আহত

সরকার পদত্যাগের একদফা দাবিতে ডাকা অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে মেহেরপুরে সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ মিছিল করে ছাত্র-জনতা।

সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড়ে অবস্থান নিয়ে সড়ক অবরোধ করেন এবং সরকার পতনের দাবী করে বিভিন্ন শ্লোগান তোলেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনকারীরা শ্লোগান দেন, “এক দফা এক দাবী, শেখ হাসিনা কবে যাবি, আমার ভাই মরলো কেনো শেখ হাসিনা জবাব দে”।

আন্দোলনকারীদের বিক্ষোভ মিছিলে আটকে পড়ে শহরের বিভিন্ন যানবাহন। আটকে দেওয়া হয় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া, মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়ক ও মুজিবনগর সড়ক। ফলে ঘন্টাব্যাপী যানজটের সৃষ্টি হয়। আন্দোলনকারীদের ‘একদফা এক দাবি শেখ হাসিনার পদত্যাগ’, দিয়েছি তো রক্ত, আরও দিবো রক্ত’, ‘আঠারোর হাতিয়ার, গর্জে ওঠো আরেকবার’, ‘আমার সোনার বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই’, – আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাহিরেসহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে শোনা গেছে।

আন্দোলনকারীরা বলেন, সোনার বাংলায় বৈষম্যের কোন ঠাই হবে না। আমাদের যৌক্তিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের উপর হামলা, গুলি, টিয়ারসেল মারা হয়েছে। আমাদের অসংখ্য ভাই, সাধারণ মানুষ শহীদ হয়েছে। এখন আমরা এক দফা দাবি সরকারের পদত্যাগ চাই। এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। আমাদের আন্দোলন চলবে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, মেহেরপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে

আন্দোলনকারীরা মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড়ে আসতে শুরু করেন। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষও এই কর্মসূচিতে যোগ দেন।

এদিকে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবকলীগ লাঠি দিয়ে দায়িত্বরত অবস্থায় প্রথম আলোর মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু সাঈদকে বেদম মারধর করে। আবু সাঈদকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবক লীগের মিছিলের ছবি নিতে গেলে যুগান্তরের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি তোজাম্মেল আযমের মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়া হয়। পরে মোবাইল ফোনটি দিয়ে দেন তারা।

এদিকে মেহেরপুর শহরে যুবলীগ, গাংনীতে মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক ও মুজিবনগরে আওয়ামী লীগ, যুবলীগের উদ্যোগে সন্ত্রাস বিরোধী মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় আন্দোলনকারীদের অনশন ভাঙ্গালেন জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ২৫০ শর্য্যা বেডের পূর্ণাঙ্গ চালুর দাবি মেনে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের অনশন ভাঙ্গালেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক পুলিশ সুপার ও সিভিল সার্জন সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে এগারোটা সময় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ২৫০ শর্য্যা পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম চালুর দাবীতে চলমান আমরণ অনশন ভাঙ্গলেন আন্দোলনকারীরা।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের পুরাতন বিল্ডিংয়ের সামনে হাসপাতালের

২৫০ শর্য্যা পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম চালু, প্রয়োজনীয় ডাক্তার-নার্স ও পরিচ্ছন্নকর্মীর দাবীতে গত ১৮ ই জুলাই মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ কমান্ড কাউন্সিল, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল চত্বরে এই অনশন কার্যক্রম চালাতে থাকে আন্দোলনকারীরা। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান ও চুয়াডাঙ্গা জেলা মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ কমান্ডেন আহবায়ক গরীব রুহানি মাসুমের নেতৃত্বে আমরণ অনশন কর্মসূচি চলমান ছিল।

উল্লেখ যে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ২৫০ শর্য্যা পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম চালুর দাবীতে চলমান আমরণ অনশনের বিষয়টি আমলে নিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান, চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন, চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন সাজ্জাৎ হোসেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শামিম ভুঁইয়া, চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক আতাউর রহমান, চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ফাতেহ্ আকরাম দোলন এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিতিতে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সামনে অনশনরত সদস্যদের আশ্বস্ত করেন যে, আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে তাদের যৌক্তিক সকল দাবি বাস্তবায়ন করা হবে। জেলার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে অনশনরত সদস্যরা সন্তুষ্ট হয়ে পানি পানের মধ্য দিয়ে আমরন অনশন ভাঙ্গেন।

উক্ত আমরণ অনশন কর্মসূচিতে আরও নেতৃত্বে ছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সদস্য সচিব বখতিয়ার হোসেন জোয়ার্দার, যুগ্ন আহবায়ক আবু হাশেম, যুগ্ন আহবায়ক জাকির হোসেন, যুগ্ন আহবায়ক বায়েজিদ রহমান জোয়ার্দার, যুগ্ন আহবায়ক ববিন মোস্তাফিজ, যুগ্ন আহবায়ক আলিফ জোয়ার্দার, জেলা শাখা সদস্য দারুল ইসলাম খুশি খাতুন সহ সদর উপজেলার আহবায়ক আকরামুল হক কামাল, সদর উপজেলা সদস্য সচিব শাহাজান আলী, যুগ্ম আহবায়ক আয়নাল হোসেন, চুয়াডাঙ্গা পৌর আহবায়ক সোহেল রানা, পৌর সদস্য সচিব জসিম উদ্দিন নিয়তি পৌর যুগ্ম আহবায়ক আরশাফুল আলম, পদ্মবিলা ইউনিয়ন সদস্য সচিব আলী হোসেন, যুগ্ম আহবায়ক আজাদ আলী, যুগ্ম আহবায়ক হাতেম আলী, কুতুবপুর ইউনিয়ন আহবায়ক আঃ হান্নান, মাখালডাঙ্গা ইউনিয়ন আহবায়ক বিশারত আলী, যুগ্ম আহবায়ক ইসাহাক আলী, সদস্য জান্টু, শংকরচন্দ ইউনিয়ন যুগ্ম আহবায়ক কামাল হোসেন, সদস্য লাভলু মিয়া, আশরাফুল ইসলাম, আলুকদিয়া ইউনিয়ন আহবায়ক ঝন্টু মিয়া

সহ জেলার সাধারণ মানুষ।